গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
"ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ ও রেকর্ড প্রণয়ন এবং সংরক্ষণ
(১ম পর্যায়: বিদ্যমান মৌজা ম্যাপস এবং খতিয়ানসমূহের কম্পিউটারাইজেশন)" শীর্ষক প্রকল্প।
ভূমি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

স্মারক নং- ৩১.০৪৭.০১৪.০১.০০.৯১.২০১৫-৩৮৬ তারিখঃ ০১-০৩-২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়: ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ ও রেকর্ড প্রণয়ন এবং সংরক্ষণ (১ম পর্যায়ঃ বিদ্যমান মৌজা ম্যাপস এবং খতিয়ানসমূহের কম্পিউটারাইজেশন) প্রকল্প-এর প্রকল্পে খতিয়ান এর স্ক্যানকরণের বিধান অঙ্গীভূতকরণ সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

ভূমি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১৪-০২-২০১৮ তারিখে উপর্যুক্ত বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী তাঁর সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

বিতরণ (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)ঃ
১। চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ১৪১-১৪৩, মতিঝিল, বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। প্রকল্প পরিচালক, a2i প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৫। নির্বাহী পরিচালক,বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি), আগারগাঁও, ঢাকা।
৬। যুগ্ম সচিব (বাজেট ও অডিট) ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। জনাব মোস্তাফিজুর রহমান, পরিচালক (যুগ্ম-সচিব), a2i প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৮। জেলা প্রশাসক, ঢাকা।
৯। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর।
১০। উপ-প্রধান, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২। জনাব মনিরুল ইসলাম, ডেপুটি সিস্টেম এনালিস্ট, a2i প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
১৩। জনাব মো: আখতার হোসেন, সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
১৪। জনাব শশাঙ্ক শেখর সরকার, সহকারী জরিপ অফিসার, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।

(মুশফিক আহমদ শামীম)
প্রকল্প পরিচালক
ও
যুগ্ম- সচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,
ঢাকা।

বিষয়: ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ ও রেকর্ড প্রণয়ন এবং সংরক্ষণ (১ম পর্যায়ঃ বিদ্যমান মৌজা ম্যাপস এবং খতিয়ানসমূহের কম্পিউটারাইজেশন) প্রকল্প-এর প্রকল্পে খতিয়ান এর স্ক্যানকরণের বিধান অঙ্গীভূতকরণ সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	ঃ	জনাব মোঃ আব্দুল জলিল সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।
সভার তারিখ	ঃ	১৪-০২-২০১৮ ইং
সভার সময়	ঃ	সকাল ১১.০০ টা
সভার স্থান	ঃ	ভূমি মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষ।
সভার উপস্থিতি	ঃ	পরিশিষ্ট-ক।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। শুরুতে সভাপতি তাঁর অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ থেকে এ প্রকল্পের প্রকল্প প্রণয়ন, লক্ষ্য, কার্যক্রম এবং বর্তমান অবস্থা সভাকে অবহিত করেন। এরপর সভার আলোচ্যসূচির সাথে প্রাসঙ্গিকক্রমে জানান যে, জনগণকে সহজে সেবাদানের জন্য প্রয়োজন দেশের জেলা প্রশাসকদের কার্যালয়ের রেকর্ডরুমে সংরক্ষিত খতিয়ানসমূহ স্ক্যান ও ভেক্টরাইজ করে ডিজিটালাইজড করা। তিনি আরও বলেন যে, স্ক্যানকৃত খতিয়ান ভেক্টরাইজড করলে খারিজের সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে নতুন খতিয়ান সৃষ্টি হওয়ার কথা। DLMS প্রকল্পের আওতায় স্ক্যানকৃত ও ভেক্টরাইজডকৃত খতিয়ান থেকে নতুন খতিয়ান স্বয়ংক্রিয়ভাবে করা যায় কিনা সে বিষয় তিনি DLMS প্রকল্পভুক্ত সহকারী কমিশনার (ভূমি), গাজীপুর সদর এর নিকট জানতে চান। উত্তরে সহকারী কমিশনার (ভূমি), গাজীপুর সদর জানান যে, DLMS প্রকল্পের আওতায় স্ক্যানকৃত খতিয়ান ভেক্টরাইজড করে সৃষ্ট খতিয়ান হতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নতুন মিউটেশন খতিয়ান তৈরী করা যাচ্ছে না। তিনি বলেন যে, সফট কপি থেকে নয় বরং হার্ড কপি বা মূল কপি থেকে যে কপি পাওয়া যায় সেটা থেকে খারিজ করা হচ্ছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, সেভাবে সফটওয়ার তৈরী করা হয়নি। সভাপতি মহোদয়ের প্রশ্নের উত্তরে সহকারী কমিশনার (ভূমি) গাজীপুর সদর জানান যে, DLMS প্রকল্পের সোর্সকোড তার কাছে নেই। এ প্রসঙ্গে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের সহকারি সেটেলমেন্ট অফিসার জনাব শশাঙ্ক শেখর জানান যে DLMS প্রকল্পের সোর্সকোড তাঁদের নিকট সংরক্ষিত আছে। এ প্রকল্পের সফটওয়্যার দেশীয় ও ভারতীয় আইটি ফার্ম মিলে তৈরী করেছিল। জনাব শশাঙ্ক শেখর আরও উল্লেখ করেন যে, তাদের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি মোতাবেক সফটওয়্যারের রক্ষাণাবেক্ষণ বাবদ তাদের দায়িত্বের মেয়াদ ৩০ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত বহাল আছে। এ পর্যায়ে সভাপতি মহোদয়ের প্রশ্নের জবাবে সহকারী কমিশনার (ভূমি), গাজীপুর সদর জানান যে, সফটওয়্যারটি কার্যক্রমশীল (Workable) নয়, উহাতে কতিপয় সমস্যা আছে, এগুলো দূর করা গেলে এটা Workable হবে। এ পর্যায়ে সভাপতি সহকারী কমিশনার (ভূমি), গাজীপুর সদরকে ৩১ শে মার্চের মধ্যে এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত একটি লিখিত প্রতিবেদন দেয়ার জন্য নির্দেশনা দেন।

এরপর সভাপতি সভাকে অবহিত করেন যে, ভূমি সেক্টরকে ডিজিটালাইজড করার সিদ্ধান্ত ছিল, ইহার জন্য সময়সীমা নির্ধারিত ছিল, কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন হয়নি। বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু কাজ হয়েছে। তবে তিনি সকল উদ্যেগকেই স্বাগত জানিয়ে বলেন যে, পুরো প্রক্রিয়াটাই ডিজিটালাইজড করতে হবে এবং জমির হাত বদল হওয়া (Land Transfer তথা বিক্রি বা দান মূলে হস্তান্তর) মাত্র সহকারী কমিশনার (ভূমি) প্রাপ্ত এলটি নোটিcki (Land Transfer) ভিত্তিতে নামজারী/জমাভাগের বিষয়টি স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিস্পত্তি করবেন; যা এখন করা হচ্ছে না।

প্রকল্পের আওতায় খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রি প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন যে, এতে ভুল থাকতেই পারে, কাজেই ভুল পরিহারের লক্ষ্যে তিনি খতিয়ানের ডাটা স্ক্যানিং করে সফট কপিতে রুপান্তরের উপর গুরুত্বারোপ করেন এবং বলেন যে, এটা ইউনিয়ন ভূমি অফিস থেকেই শুরু করতে হবে। তিনি উল্লেখ করেন যে, সাধারণত একটা রেকর্ডের পরে আর একটা জরিপ সম্পন্ন হলে পূর্বের জরিপের রেকর্ডের আর কোন কার্যকারিতা থাকে না, তবে বাস্তব ক্ষেত্রে রেফারেন্স হিসেবে বাংলাদেশে সিএস, এসএ খতিয়ান এর কপি সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এটা বরং মামলা মোকদ্দমার জন্ম দিয়েছে। তাই তিনি সিএস, এসএ খতিয়ানের ভলিউম এখন আর নষ্ট না করে বা খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রি না করে করে সেগুলোকে স্ক্যান করে ভেক্টরাইজড করে আর্কাইভকরণের মাধ্যমে সংরক্ষণ করার অভিমত ব্যক্ত করেন। পক্ষান্তরে, আরএস খতিয়ান স্ক্যান করার সাথে সাথে ডাটা এন্ট্রির মাধ্যমেও ডিজিটালাইজড করা সমীচীন মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। প্রসঙ্গক্রমে, সভাপতি খতিয়ানের সংখ্যা জানতে চান। এ প্রসঙ্গে প্রকল্প পরিচালক ডিপিপির বরাত দিয়ে বলেন যে, খতিয়ানের পরিমাণ ৪.৫৮ কোটি-কে সামনে রেখে কাজ শুরু করা হয় এবং এ পর্যন্ত প্রায় অর্ধেক পরিমাণ খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সভাপতি প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক উদ্ধৃত খতিয়ানের পরিসংখ্যান এবং ডাটা এন্ট্রির তথ্য সম্পর্কে বলেন যে, ডিপিপি প্রস্তুতের সময় যেন তেনভাবে জেলা হতে তথ্য সংগ্রহ করে ডিপিপি প্রণয়ন করা হয় যা সঠিক পরিসংখ্যান নয়। এ ক্ষেত্রে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, মাঠ পর্যায় থেকে এখন যে প্রতিবেদন পাওয়া যাচ্ছে তা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রায় প্রতি জেলাতেই পূর্বের দেয়া খতিয়ানের সংখ্যার সাথে বর্তমান খতিয়ান সংখ্যার তারতম্য আছে। কোনটা থেকে বেশি, কোনটা থেকে কম খতিয়ানের সংখ্যার উদ্ধৃতি দেয়া হচ্ছে। তাই সভাপতি বলেন যে, নতুন করে খতিয়ানের তালিকা আনতে হবে। তিনি জেলা প্রশাসকদের পত্র দিয়ে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে প্রত্যেক জেলা হতে জেলা ও উপজেলাওয়ারী তহসিলের সংখ্যা তহসিলওয়ারী মৌজার সংখ্যা, প্রত্যেক মৌজায় কতটি করে সিএস, এসএ, এবং আরএস খতিয়ান আছে এবং তার মধ্যে থেকে এ পর্যন্ত কোন্ মৌজায় কোন্ শ্রেণীর (সিএস, এসএ, এবং আরএস) খতিয়ানের কতটি করে এন্ট্রি হয়েছে এবং কতটি করে আর্কাইভ সম্পন্ন হয়েছে পৃথক পৃথকভাবে সেই সংখ্যা জানাতে পত্র দেয়ার জন্য প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশনা প্রদান করেন।

সভাপতি এ প্রকল্পের সফটওয়্যার সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক সফটওয়্যারের নাম ও ইহা তৈরীর ইতিবৃত্ত তুলে ধরেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়ের a2i প্রকল্প কর্তক প্রণীত এ সফটওয়্যারটির প্রাথমিক পর্যায়ে নাম ছিল কাস্টমাইজড সফটওয়্যার। এটি প্রথমে যশোর জেলায় পাইলটিং ভিত্তিতে প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু সফটওয়্যারটি কার্যকর না হওয়ায় উহা সংস্কার করা হয়। উল্লেখ্য, এ সফটওয়্যারে Batch এন্ট্রি করার অপসন না থাকায় এবং সিস্টেমটি এসকিউএল (SQL) ভিত্তিক হওয়ায় উহা ফলপ্রসু না হওয়ায় a2i প্রকল্প হতে ডাটা এন্ট্রি কার্যক্রম বন্ধ করা হয়। সফটওয়্যারের উক্ত সমস্যা সমাধানকল্পে দ্বিতীয় ভার্সন তৈরী করা হয় যা ইলেকট্রনিক ল্যান্ডস রেকর্ড সিস্টেম (ELRS) নামে অভিহিত হয়। এ সফটওয়ারটি পাইলট ভিত্তিতে রংপুর, সিরাজগঞ্জ ও কুড়িগ্রাম জেলায় চালু করা হয়। সফটওয়্যারটি কার্যকর প্রমাণিত হওয়ায় এবং এপ্রিল, ২০১৬ সময়ে সম্পূর্ণভাবে তৈরি হওয়ায় সফটওয়্যার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/জনবলকে প্রশিক্ষণ প্রদান শেষে দেশের ৫৫টি জেলায় জুন, ২০১৬ হতে একযোগে ডাটা এন্ট্রি কার্যক্রম চালু করা হয়। এ পর্যায় হতে এ সফটওয়্যার বা কার্যক্রমটি ডিজিটাল রেকর্ডরুম (DRR) নামে অভিহিত হতে থাকে। বর্তমানে (DRR) সফটওয়ার টি চলমান আছে এবং প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ৩০ জুন, ২০১৮ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত না হওয়ার আশংকা থেকে গত ২৮-১২-২০১৭ তারিখে প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভায় প্রকল্পের চলমান খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রি কার্যক্রমের পাশাপাশি খতিয়ান স্ক্যান করার বিষয়টি আরডিপিতে সংযোজনপূর্বক সফট কপি সংরক্ষণ করার সিদ্ধান্ত হয় এবং সে অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পন্নের জন্য প্রকল্পের মেয়াদ আগামী ৩০ জুন, ২০২০ পর্যন্ত বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভাপতি খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রির সঙ্গে খতিয়ানসমূহ স্ক্যান করে সফট কপিতে রুপান্তরের বিধান সংযোজন করে প্রকল্প সংশোধন এর বিষয়ে আলোচনার প্রারম্ভে বলেন যে, দেশে তথ্য প্রযুক্তির প্রসারের কারণে মানুষকে অনলাইন সেবা দেয়ার লক্ষ্যে আমাদের এই প্রয়াস। সে লক্ষ্যে মান্ধাতার আমলের সিএস, এসএ খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রি করার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে প্রতীয়মান হয় না। তবে এর প্রতীকী মূল্য আছে। তাই সিএস, এসএ খতিয়ান আর্কাইভ করে রাখা যেতে পারে। তিনি উল্লেখ করেন যে, এখন গুরুত্ব দিতে হবে আরএস খতিয়ানের দিকে। Scan এর ফলে জনগণকে সেবা প্রদানের বিষয় উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, ৩ বছরের কাজের সেবা ৩ মাসে সেবা দেয়া সম্ভব। সে ক্ষেত্রে শুধু মাত্র আরএস খতিয়ান ডিজিটাইজেশন করতে হবে। তবে এর সাথে স্ক্যানিং-এর বিষয়টি সম্পৃক্ত করতে হলে কী করতে হবে তা তিনি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের a2i প্রকল্পের পরিচালক জনাব মোস্তাফিজুর রহমান, যুগ্ম-সচিব-এর কাছে জানতে চান। তিনি জিজ্ঞেস করেন বর্তমান সফটওয়্যারে খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রিকরণের পাশাপাশি

Scan করার বিষয়টি অঙ্গীভূত বা সম্পৃক্ত করতে কী পরিবর্তন আনা দরকার ? সভাপতি প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করেন যে, DLMS প্রকল্পের সফটওয়্যার আমাদের কাছে আছে, আমাদের খতিয়ানের ডাটা বেইজ (KBD) সফটওয়্যার আছে। তিনি প্রস্তাব করেন এ ৩ (তিন) টি DLMS, DRR, KBD-সফটওয়্যারকে একীভূত করে একটি সমন্বিত সিস্টেমে আনা যায় কিনা যাতে স্ক্যানকৃত কপিকে সফট কপিতে রুপান্তর করে সংরক্ষণ করা যায় এবং জনগণের চাহিদা মাফিক সেবা প্রদান করা যায়। এর উত্তরে a2i প্রকল্পের পরিচালক জনাব মোস্তাফিজুর রহমান, যুগ্ম-সচিব, সভাকে অবহিত করেন যে, ৩ (তিন) টি সফটওয়্যার-এর Top layer-কে একত্রিত করে এ কাজটি করা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে তিনটি সিস্টেমকে মেলাতে হবে। তিনটি Top layer-কে সমন্বিত রুপ দিতে হবে। সভাপতি তখন মন্তব্য করেন যে, তাহলে কোনটাকেই বন্ধ না করে ওই ৩ (তিন) টি সফটওয়্যারকে সমন্বিত রুপদানের মাধ্যমে স্ক্যানের কাজটি করতে হবে এবং ডাটা এন্ট্রির কাজও করতে হবে। সেখানে মূল উদ্দেশ্য থাকবে একটি বড় উইন্ডো ওপেনের মাধ্যমে সবখান থেকেই যেন অনলাইনের খতিয়ান দেখা এবং সহজে সেবা প্রদান করা যায় । সভাপতি মহোদয় এ কাজটি a2i প্রকল্প করতে পারবে কিনা তা জানতে চান। তিনি উল্লেখ করেন যে, a2i একা না পারলে প্রয়োজনে DLMS প্রকল্পের বা আরও অন্য সংস্থার সহায়তা নেয়া যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে জনাব মোস্তাফিজুর রহমান বলেন যে, সভাপতি পলিসি দেয়ার এখতিয়ারবান, তিনি তথা এ সভা সিদ্ধান্ত নিলে a2i সার্বিক সহযোগিতা করবে। সেক্ষেত্রে আরও আরও সংস্থার সম্পৃক্ততা থাকতে পারে। এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)-সার্ভারে স্পেস এবং নিরাপত্তা বিধান করতে পারবে কিনা ? এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)-প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, আগামী মার্চ, ২০১৮ এর পর থেকে যত স্পেস প্রয়োজন সার্ভার তত স্পেস দিতে পারবে। নিরাপত্তার বিষয়ে সভাপতি বলেন যে, ইতোমধ্যে তিনি এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করেছেন। তারা নিরাপত্তা দিতে পারবেন। সেক্ষেত্রে ডেডিকেটেড লাইন নিতে হবে এবং ডেডিকেটেড লাইনের জন্য আলাদা করে লাইসেন্স নিতে হবে। সভাপতি বলেন প্রয়োজনে লাইসেন্স নেয়া হবে। ডিপিপিও সংশোধন ও পরিমার্জন করা হবে।

এ প্রসঙ্গে ভূমি মন্ত্রণালয়ের (উপ-সচিব) বর্তমানে উপ-প্রধানের দায়িত্ব প্রাপ্ত মো: আব্বাস উদ্দিন সভাকে অবহিত করেন যে, প্রকল্প সংশোধন করতে হলে পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী ৩ (তিন) মাস পূর্বে অর্থাৎ ৩০ মার্চ ২০১৮ এর পূর্বে ডিপিপি সংশোধনপূর্বক আরডিপিপি প্রেরণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সভাপতি বলেন যে, আগামী ০৩-০৩-২০১৮ তারিখের সভার পরে ৭ দিন/১ (এক) সপ্তাহের মধ্যে আরডিপিপি প্রেরণে করতে হবে। সেক্ষেত্রে মন্ত্রণালযের পরিকল্পনা শাখা আরডিপিপি তৈরীতে সহযোগিতা করবে। ডিপিপি সংশোধনের জন্য সভাপতি মহোদয় একটি কমিটি গঠন করে দেন। যার আহবায়ক থাকবেন ডিজিটাল

পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ ও রেকর্ড প্রণয়ন এবং সংরক্ষণ (১ম পর্যায়: বিদ্যমান মৌজা ম্যাপস এবং খতিয়ানসমূহের কম্পিউটারাইজেশন) প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক, সদস্য হিসেবে থাকবেন DLMS, DRR, KBD ৩ (তিন) টি সিস্টেমের প্রতিনিধি, ভূমি সংস্কার বোর্ডের প্রতিনিধি, a2i প্রকল্পের প্রতিনিধি, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) প্রতিনিধি এবং সদস্য সচিব থাকবেন ভূমি মন্ত্রণালয়ের উপ-প্রধান।

সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারের রাজস্ব প্রাপ্তি পদ্ধতি, দেশের জেলা প্রশাসকদের রেকর্ডরুমে সংরক্ষিত খতিয়ানের সইমুহুরী নকল সরবরাহের ফি বাবদ আদায়কৃত অর্থ ও মিউটেশনের খতিয়ান বিক্রিয়লব্দ ফি সরকারি কোষাগারে জমাদানের জন্য চালানের পরিবর্তে ২(দুই) টি পৃথক অর্থনৈতিক কোড চালু করা প্রয়োজন মর্মে a2i প্রকল্পের পরিচালক জনাব মোস্তাফিজুর রহমান, যুগ্ম-সচিব উল্লেখ করেন। সভাপতি উল্লেখ করেন যে, এ কোড অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে পাওয়া যেতে পারে। সভাপতি মহোদয় এ জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের বাজেট শাখা হতে অর্থ মন্ত্রণালয়ে অর্থনৈতিক কোড বরাদ্দ চেয়ে পত্র দেয়ার জন্য যুগ্ম সচিব (বাজেট) মহোদয়কে নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, সেবা প্রার্থীগণ চালানের মাধ্যমে নির্ধারিত কোডে টাকা জমা দিয়ে কপি আবেদনের সাথে সংযুক্ত করে জমা দিবেন।

প্রস্তাবিত কাজ সম্পন্নের জন্য সফটওয়্যারের সমন্বয় করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে সভাপতি মহোদয়ের উপস্থিতিতে দিনব্যাপী একটি খোলামেলা আলোচনা করা প্রয়োজন মর্মে জনাব মোস্তাফিজুর রহমান প্রস্তাব করেন এবং সভাপতির কাছে সময় চান। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, ইহা একটি ওয়ার্কশপের মত হতে পারে, যাতে তিনটি সিস্টেমের পক্ষ থেকেই উপস্থাপনা হয় এবং আলোচনা ও পরবর্তী কর্মপদ্ধতি ও দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করা যায়। সভাপতি এতে সদয় সম্মতি প্রকাশ করেন এবং ০৩-০৩-২০১৮ তারিখে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা-এর সভা কক্ষে এটা অনুষ্ঠিত হবে মর্মে জানান। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এ ওয়ার্কশপ আয়োজন করবেন মর্মে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।

তবে তার পূর্বে একটি প্রাক-মিটিং করা দরকার মর্মে সভাপতি সভায় অভিমত ব্যক্ত করেন এবং ২০-০২-২০১৮ তারিখ বিকেল ২.৩০ টায় ভূমি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের সদস্যদের যোগদানে সভা করার সিদ্ধান্ত হয়। এ সভা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা শাখা হতে আহ্বান করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা দেন।

সভায় DRR সফটওয়্যারে কিছু সমস্যা, যেমন বরিশাল বিভাগের জেলাসমূহের এবং কুমিল্লা ও ফরিদপুর জেলার সিএস খতিয়ানের টেমপ্লেট না থাকা, সার্ভারের ড্যাস বোর্ডের সমস্যা, সফটওয়্যারে দ্বিতীয় বন্ধনী {}, বা খাড়া টান/রেখা ইত্যাদির অপশন না থাকার বিষয়ে উপস্থাপন ও আলোচনা করা হয়। এ প্রসঙ্গে

a2i প্রকল্পের ডেপুটি সিস্টেম এনালিস্ট জনাব মনিরুল ইসলাম স্বীকার করেন যে, বর্তমানে সিস্টেমে কিছু সমস্যা আছে, ড্যাস বোর্ড বন্ধ রাখা হয়েছে। এটার সমাধানে ব্যবস্থা নিবেন মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন। তবে এই সফটওয়্যারে দ্বিতীয় বন্ধনী {}, বা খাড়া টান/রেখা ইত্যাদির অপশন নেই এবং এটা সংযোজন করা এখন সম্ভবও নয় মর্মে তিনি সভাকে জানান।

সিদ্ধান্ত:

১। সহকারী কমিশনার (ভূমি), গাজীপুর সদর ৩১ শে মার্চ-এর মধ্যে DLMS প্রকল্পের সফটওয়্যারের কার্যকারিতা (Workability) বিষয়ে একটি বিস্তারিত লিখিত প্রতিবেদন সচিব,ভূমি মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করবেন।

২। সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণ সাব-রেজিস্ট্রি অফিস থেকে প্রাপ্ত এলটি নোটিশের(LT-Land Transfer) ভিত্তিতে নামজারী/জমাভাগের বিষয়টি স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিস্পত্তি করবেন।

৩। প্রকল্পের আওতার ৫৫ টি জেলার জেলা প্রশাসকদের পত্র দিয়ে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে প্রত্যেক জেলা, উপজেলাওয়ারী তহসিল ও মৌজার সংখ্যা, মৌজাওয়ারী সিএস, এসএ, এবং আরএস খতিয়ানের সংখ্যা এবং কোন্ মৌজার কতটি সিএস, এসএ, এবং আরএস খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রি করা হয়েছে এবং কোন্টির কতটি করে আর্কাইভ সম্পন্ন হয়েছে তার সংখ্যা সংগ্রহ করতে হবে। DRR প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ইহা করবেন।

৪। বর্তমান DRR প্রকল্পের খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রি-আর্কাইভ ও সংরক্ষণের সাথে সাথে খতিয়ানের কপি স্ক্যানপূর্বক ডিজিটালাইজড করে সংরক্ষণের বিধান অঙ্গীভূত করার ব্যবস্থা করতে হবে।

৫। DLMS, DRR, KBD প্রকল্পের সফটওয়্যার গুলোকে একীভূত করে একটি সমন্বিত সিস্টেমে আনা এবং খতিয়ানের স্ক্যান কপিকে সফট কপিতে রুপান্তর করে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে DGLR&S প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

৬। ৩-৫ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য DRR প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধনপূর্বক RDPP প্রণয়নের জন্য আহবায়ক থাকবেন ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ ও রেকর্ড প্রণয়ন এবং সংরক্ষণ (১ম পর্যায়: বিদ্যমান মৌজা ম্যাপস এবং খতিয়ানসমূহের কম্পিউটারাইজেশন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক, সদস্য হিসেবে থাকবেন DLMS, DRR, KBD ৩ (তিন) টি সিস্টেমের প্রতিনিধি, ভূমি সংস্কার বোর্ডের প্রতিনিধি, a2i প্রকল্পের প্রতিনিধি, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) প্রতিনিধি এবং সদস্য সচিব হিসেবে থাকবেন ভূমি মন্ত্রণালয়ের উপ-প্রধান।

৭। DLMS, DRR, KBD সফটওয়্যারকে একীভূত করে একটি সমন্বিত সিস্টেমে আনার জন্য আগামী ০৩-০৩-২০১৮ তারিখে ভূমি জরিপ ও রেকর্ড অধিদপ্তরের সভাকক্ষে দিনব্যাপী একটি ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠান হবে। এ ওয়ার্কশপে DLMS, DRR, KBD–এর প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকবেন এবং প্রত্যেকের পক্ষ থেকে আলাদা আলাদা উপস্থাপনা করতে হবে। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এ ওয়ার্কশপ আয়োজন করবেন।

৮। আগামী ০৩-০৩-২০১৮ তারিখের ওয়ার্কশপ কার্যকর ও ফলপ্রসু করার জন্য ২০-০২-২০১৮ তারিখ দুপুর ২.৩০ টায় ভূমি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে পরিকল্পনা উইং এর আহ্বানে একটি প্রাক মিটিং/প্রস্তুতি সভার আয়োজন করা হবে।

৯। আগামী ০৩-০৩-২০১৮ তারিখের ওয়ার্কশপের পরে ৭ দিন/(এক) সপ্তাহের মধ্যে RDPP তৈরী করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রণালযের পরিকল্পনা শাখা RDPP তৈরীতে সহযোগিতা করবে।

১০। দেশের জেলা প্রশাসকদের রেকর্ডরুমে সংরক্ষিত খতিয়ানের সইমুহুরী নকল সরবরাহের ফি বাবদ আদায়কৃত ফি ও মিউটেশনের খতিয়ান বিক্রয়লব্দ ফি সরকারি কোষাগারে জমাদানের জন্য চালানের পরিবর্তে ২ (দুই) টি পৃথক অর্থনৈতিক কোড চালু করার ব্যবস্থা করতে হবে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের বাজেট শাখা অর্থ মন্ত্রণালয় হতে পত্রের মাধ্যমে ২ (দু) টি পৃথক অর্থনৈতিক কোড সংগ্রহ করবে।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ আব্দুল জলিল
সচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়
ও
সভাপতি।

পরিশিষ্ট - 'গ'

৮০

"ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ ও রেকর্ড প্রণয়ন এবং সংরক্ষণ (১ম পর্যায়ঃ বিদ্যমান মৌজা ম্যাপস এবং খতিয়ানসমূহের কম্পিউটারাইজেশন)" প্রকল্প-এর প্রকল্প সংশোধন সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা।

সভাপতিঃ জনাব মোঃ আব্দুল জলিল,

সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।

তারিখঃ ১৪-০২-২০১৮ ইং, সময়ঃ সকাল ১১.০০ টা,

স্থানঃ ভূমি মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষ।

ক্রমিক নং	নাম, পদবী ও সংস্থা	ফোন ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
০১	মো: শামসুল আলম মহাপরিচালক (অ: দা:) ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	01716235572 alam36653@gmail.com	[স্বাক্ষর] ১৪/০২/১৮
০২	মো: আব্দুর রাশেদ খান উপ-সচিব/উপ ভূমি সংস্কার কমিশনার ভূমি সংস্কার বোর্ড	01715666138	[স্বাক্ষর] ১৪/০২/২০১৮
০৩	মো: মোস্তাফিজুর রহমান পরিচালক (যুগ্মসচিব) প্রযুক্তি	01715448311	[স্বাক্ষর] ১৪/২/১৮
০৪	মো: মনিরুল ইসলাম ডেপুটি সিস্টেম এনালিস্ট এটুআই	01841199077	[স্বাক্ষর]
০৫	মো: আখতার হোসেন সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	01717176232 ~~[illegible]~~ aso1@dlrs.gov.bd	[স্বাক্ষর] ১৪/২/১৮
০৬	সুকান্ত শেখর সরকার সহকারী সার্ভে ইঞ্জিনিয়ার ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	01552338431 Sarkar.dlrs@gmail.com	[স্বাক্ষর] ১৪/০২/১৮

ক্রমিক নং	নাম, পদবী ও সংস্থা	ফোন ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
০৭	এ, কে, এম, আনিসুর রহমান / সিঃ সহঃ প্রধান ভূমি মন্ত্রণালয়	9577413	[illegible] ১৪/১২/১৬
০৮	~~মোঃ [illegible] উদ্দিন উপসচিব [illegible] উপজেলা [illegible]~~	01552469195	[illegible] ১৪/১২/১৬
০৯	এ এইচ এম [illegible] সচিব, বিসিসি (উপসচিব)	01550019907	[illegible] ১৪/১২/১৬
১০	মোসাম্মৎ [illegible] কবির অতি. জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), ঢাকা	01712910670	[illegible] ১৪/১২/১৬
১১	তানভীর আল-নাসীফ সহকারী কমিশনার (ভূমি) [illegible] সদর	01783865891	[illegible] ১৪/১২/১৬
১২	মো: তৌফিকুল আরিফ অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) ভূমি মন্ত্রণালয়	01727522074	[illegible] ১৪/১২/২০১৬
১৩	মুহাম্মদ আহমদ [illegible] প্রকল্প পরিচালক	01552573590	[illegible] ১৪/১২/১৬
১৪	মোঃ [illegible] উপ-প্রকল্প পরিচালক	01715-691998	[illegible] ১৪/১২/২০১৬
১৫			